ফ্রিল্যান্সিং মানেই ওডেস্ক নয়

ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ পাওয়ার ১০ উপায়

মো: ইকরাম

আমাদের দেশে ওডেস্ক নিয়ে এত বেশি মাতামাতি হয়েছে যে, সবার মধ্যে ধারণা-ফ্রিল্যান্সিং মানেই ওডেস্কে কাজ করতে হবে। আমরা অনেকে যখন বলি ফ্রিল্যান্সিং করি, তখন অনেকেই জানতে চান ওডেস্কে কত ঘণ্টা কাজ করেছি। যদি বলা হয় ওডেস্কে আমার কোনো প্রোফাইল নেই, তখন সবাই বিস্মিত হন। তাই সবার মধ্যের এ ভুল ধারণাটি (ফ্রিল্যান্সিং মানেই ওডেস্ক) দূর করার জন্যই এ লেখা।

কেন এটি ভুল ধারণা?

সবাই বাংলাদেশের কোনো চাকরি খোঁজার জন্য সাধারণত বিডিজবসে যায়। কিন্তু তাই বলে কি কারও কাছে মনে হয় বাংলাদেশের সব চাকরির সংবাদ বিডিজবসেই থাকে? প্রচুর প্রতিষ্ঠান আছে তাদের লোক নেয়ার জন্য কখনই বিডিজবসে কোনো নিউজ প্রকাশ করেনি। বাংলাদেশের চাকরির খোঁজার ক্ষেত্রে বিডিজবস যেমন একমাত্র প্লাটফরম নয়, তেমনি সারা বিশ্বের কাজের খোঁজ নেয়ার জন্য কীভাবে ওডেস্ক কিংবা ইল্যান্স একমাত্র জায়গা হতে পারে, সেটি সবাই নিজেকে প্রশ্ন করুন। বাস্তবতা হচ্ছে অনলাইনে সারাবিশ্ব থেকে যত পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়, তার কিছু অংশ এ মার্কেটপ্লেসগুলোতে পাওয়া যায়। তাহলে বাকি কাজগুলো কোথায় পাওয়া যায়, সেটিও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এ লেখায়।

এ ভুল ধারণাটি কীভাবে ক্ষতি করছে সমাজের?

আমাদের দেশের শুধু নতুনদের নয়, যারা অনেক দিন ধরে কাজ করছেন, কিংবা যারা কাজ শিখাচ্ছেন, তাদের মধ্যেও ধারণার অভাব রয়েছে যে, ওডেস্ক ছাড়াও অনেকভাবে আয় করা যায়। এজন্য সবার মাঝে ছড়িয়ে গেছে, অনলাইনে আয় মানেই ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। অনলাইনে আয়ের ক্ষেত্রে ওডেস্ককে শুধু চেনার কারণে ক্ষতি হচ্ছে নিচের কয়েকটিভাবে :

* যারা অনেক স্বপ্ন নিয়ে কাজ শিখে ওডেস্ক থেকে আয়ের চেষ্টা করেন, তারা সেখানে কোনো কাজ না পেয়ে হতাশ হয়ে আউটসোর্সিং সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন।
* কাজ পাওয়ার জন্য অনেক কম রেটে বিড শুরু করেন। কাজের রেট কমালে সবার জন্য ক্ষতির কারণ হয়, যে ক্ষতির সম্মুখীন ইতোমধ্যে সবাই হচ্ছে।
* কাজ পেতে স্প্যামিং করছে, ডুপ্লিকেট কভার লেটার ব্যবহার করছে। কাজ না বুঝেই বিড করছে। আর এর খারাপ ফল ভোগ করছে অন্য দক্ষ দেশী ফ্রিল্যান্সারেরা। ক্লায়েন্টরা এখন বাংলাদেশীদের দিয়ে কাজ করাতে এখন কম আগ্রহী। যারা কাজ পারে, তাদেরকেও এখন সঠিকভাবে ক্লায়েন্টরা চিনতে পারছে না।
* ওডেস্ককে কাজ পাওয়ার কথা বলে এখন আলাদা নতুন নতুন প্রতারণার ব্যবসায়ও শুরু হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ইতোমধ্যে অনেকে প্রতারিত হয়ে নিজের অনেক অর্থ নষ্ট করেছে এবং তাদের মনেও অনলাইনে আয় নিয়ে বাজে ধারণা ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে।
* শুধু ওডেস্ককেই অনলাইনে আয় মনে করার কারণে যোগ্যতা তৈরির আগেই ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে সেখানে বিড করা শুরু করছে। সে কারণে ওডেস্কে দক্ষ বাংলাদেশীর চেয়ে অদক্ষ বাংলাদেশীর সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গেছে, যা বাংলাদেশীদের দক্ষতার ব্যাপারে অন্য দেশের ক্লায়েন্টদেরকে নেগেটিভ মেসেজ দিচ্ছে।

বিড করা ছাড়াও কীভাবে কাজ পাওয়া যায়?

০১. ক্লায়েন্ট এসে সার্ভিস কিনবে : এখানে দুটি বিখ্যাত মার্কেটপ্লেসের নাম বলা যেতে পারে, যেখানে কাজের জন্য বিড করতে হবে না। এসব মার্কেটপ্লেসে শুধু লিখে রাখতে হয়, কী কাজ করতে চান। বায়ারই খুঁজে বের করে কাজ দেবে। এমন দুটি মার্কেটপ্লেস হচ্ছে :

* Peopleperhour.com
* Fiverr.com

এসব মার্কেটপ্লেসে শুধু গিগ হিসেবে নিজের সার্ভিস লিখে রাখতে হয়। অর্থাৎ এভাবে লিখে রাখবেন–আমি একটি লোগো ডিজাইন করতে চাই, যার জন্য দাম রাখব ৫০ ডলার। যারা এ রেটে আপনাকে কাজ করতে চায়, তারাই খুঁজে বের করবে আপনাকে।

০২. সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো কাজ পাওয়ার অন্যতম ক্ষেত্র : আমাদের মনে রাখত হবে, সাধারণ জনগণ যেমন সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো নিয়মিত ব্যবহার করে, তেমনি দেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য বড় ব্যক্তিরা কিংবা বড় কোম্পানির মালিকেরাও এসব সাইটে নিয়মিত প্রবেশ করেন। এজন্য এসব জায়গা থেকেও প্রচুর কাজ পাওয়া যায়। বিশেষ করে লিঙ্কডইন (linkdin) থেকে কাজ পাওয়া যায় অনেক বেশি।

সোশ্যাল মিডিয়া কাজ খোঁজার জন্য অনেক শক্তিশালী একটি মাধ্যম। ফেসবুক, লিঙ্কডইন মার্কেটপ্লেস থেকেই পেতে পারেন প্রচুর কাজ। তা ছাড়া গ্রাফিক্সের জন্য কাজ পেতে চাইলে নিচের দুটি মার্কেটপ্লেসে যুক্ত থাকতে পারেন। দেশী প্রচুর ডিজাইনার এখান থেকেই কাজ পাচ্ছেন।

বিহেন্স (https://www.behance.net/)
ড্রিবল (https://dribbble.com/)

ক্যারিয়ার গড়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাকটিভিটি কেমন হওয়া উচিত, সেটি এখানে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়, তবে কিছু লিঙ্ক থেকেই শিখে নিতে পারবেন।

ফেসবুক : genesisblogs.com/ tutorial-2/638
টুইটার : genesisblogs.com/ tips-2/5384, genesisblogs.com/tips-2/7649
লিঙ্কডইন : genesisblogs.com/ tips-2/2667

০৩. ব্লগিংয়ের মাধ্যমে কাজ খোঁজা : যে বিষয়ের ওপর কাজ পেতে চাচ্ছেন, সে বিষয়ের ওপর নিজেকে দক্ষ হিসেবে প্রকাশ করতে কিংবা নিজেকে ব্র্যান্ডিং করতে ব্লগিং অনেক বেশি কার্যকর। যখন নিজেকে দক্ষ হিসেবে সবার কাছে ব্র্যান্ড করতে পারবেন, তখন কাজ খুঁজতে হবে না। বায়ার নিজে এসে আপনাকে কাজ করার জন্য অফার করবে এবং সেটি হবে অবশ্যই যেকোনো মার্কেটপ্লেসের চেয়ে কমপক্ষে দ্বিগুণ রেটে। বিখ্যাত ব্লগিং সাইটগুলোতে গেস্ট হিসেবে ব্লগ করে কিংবা নিজের পার্সোনাল ব্লগ তৈরি করে ব্লগিং শুরু করতে পারেন, যার লক্ষ্য থাকবে আপনার দক্ষতাকে ব্র্যান্ডিং করা।

০৪. ফোরাম পোস্টিংয়ের মাধ্যমে : সোশ্যাল মিডিয়াতে ফোরাম পোস্ট করে নিজের দক্ষতা সবার সামনে প্রকাশ করতে পারেন। ব্লগিংয়ে লেখার জন্য টপিকস খুঁজতে হলেও ফোরামে সেই ঝামেলাতে পড়তে হবে না। কারণ, এখানে বিভিন্নজনের প্রশ্নের উত্তরগুলো ভালোভাবে আকর্ষণ করার মতো করে দিলেই হবে। এ ধরনের নিয়মিত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর উত্তর দিতে থাকলে, সেই বিষয়ের ওপর আপনার দক্ষতা সবার কাছেই প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ সেই দক্ষতার বিষয়ে নিজের ব্র্যান্ডিংটা হয়ে যায়।

০৫. ই-মেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে : ই-মেইল মার্কেটিং সম্পর্কিত বেসিক জ্ঞান থাকলে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যোগাযোগের মাধ্যম খুঁজে বের করে তাদেরকে অফার জানিয়ে নিয়মিত মেইল করুন। তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। এভাবে প্রচুর কাজ পাওয়া যায়। বড় আকারে কাজ পেতে চাইলে এ পদ্ধতি অনেক বেশি কার্যকর। তবে আগে একটি প্রফেশনাল পোর্টফলিও ওয়েবসাইট তৈরি করে নিলে বেশি ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

০৬. পোর্টফলিও সাইট তৈরি করে এসইও করার মাধ্যমে : নিজের একটি পোর্টফলিও সাইট তৈরি করে সেই ওয়েবসাইটকে নির্দিষ্ট কীওয়ার্ড দিয়ে গুগল সার্চের ফলাফলের প্রথমে নিয়ে আসতে পারলে সেখান থেকে কাজ পাওয়া

(বাকি অংশ ৬৬ পৃষ্ঠায়)